IPC

لجنة التعريف بالإسلام

ISLAM PRESENTATION COMMITTEE

جمعية النجاة الخيرية

বিচার মন্ত্রণালয়

কুয়েতে বিয়ে

43টি তথ্য অধিকার ও কর্তব্য সংজ্ঞায়িত করে

কুয়েতি ব্যক্তিগত স্ট্যাটাস আইনের অধীনে স্বামী / স্ত্রীর অধিকার এবং কর্তব্য

1. স্ত্রী বা অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া বিয়ে বৈধ হবে না।

2. মোহর ছাড়া বিয়ে শুদ্ধ হয় না।

3. মেয়ে বা কনের বিয়ের কাবিন ততক্ষণ পর্যন্ত করা যাবে না, যতক্ষণ না তার বয়স পনেরো পূর্ণ হয়, এবং বর বা ছেলেটির বয়স সতেরো বছর পূর্ণ না হয়।

4. অপ্রাপ্ত বয়স্কা কোনো নারী যোগ্য পুরুষকে বিয়ে করতে চাইলে অভিভাবক তাকে বাধা দিতে পারবে না। এমনটি ঘটলে, বিষয়টি আদালতের ফায়সালার উপর নির্ভর করবে, আদালত চাইলে বিয়ের আদেশ দিবে অথবা রহিত করবে।

5. কুফু বা সমকক্ষ বলা হয় বিয়েতে কনে বরের জন্য সমকক্ষ হবে। ইনসাফপূর্ণ কথা হলো যে, সমকক্ষ হবে দ্বীনদারির দিক থেকে।

6. স্বামী/স্ত্রীর মধ্যে বয়সের সামঞ্জস্য হওয়াটা একমাত্র স্ত্রীর অধিকার।

7. বর ও কনের মধ্যে অসমতার ক্ষেত্রে,বিয়ে বাতিল করার অধিকার স্ত্রী বা তার অভিভাবকের থাকবে।

8. স্ত্রী গর্ভ ধারণ করলে,অথবা স্ত্রী সম্মতি দিলে, বা বিয়ের এক বছর পেরিয়ে গেলে তখন আর বিয়ে বাতিল করার অধিকার থাকবে না।

9. ইসলামী শরিয়ার সাথে সাংঘর্ষিক কোন শর্ত দিয়ে বিয়ে করলে, সেই বিয়ে বাতিল বলে বিবেচিত হবে।

10. বিয়ের কাবিনে মোহরের পরিমাণ সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করা জরুরি।

11. মোহর নির্দিষ্ট না করলে,মোহরে মেছেল আদায় করা আবশ্যক। তাহলে মোহরে মেছেল দেয়া জরুরি। মোহরে মেছেল বলা হয় কনের নিকটাত্মীয়দের মোহরকে।

12. সব শর্ত মেনে বিয়ে সম্পন্ন করার সাথে সাথে স্ত্রী মোহরের অধিকারী হয় সঙ্গম হলে বা একান্ত নির্জনতায় স্ত্রীর মোহর রহিত হয় না।

13. স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করার পূর্বে অথবা একান্ত নির্জনতায় বসার পূর্বে যদি বিচ্ছেদ ঘটে, তাহলে স্ত্রী মোহর বা অন্যান্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে।

14. স্ত্রীর অনুরোধ ছাড়াই যদি স্বামী তালাক দেয়, স্ত্রী অর্ধেক মোহরের মালিক হবে, যদি সঙ্গম অথবা একান্ত নির্জনতারপূর্বে তালাক দেয়।

15. স্ত্রীর জীবন পরিচালনার জন্য সামগ্রী পাওয়ার হক রাখে, কাজী সাহেব নির্ধারণ করবেন, যার পরিমাণ মোহরে মেছেলের অর্ধেকের বেশি হবে না।

16. স্বামী-স্ত্রীর বসবাসের জন্য যে ঘর নেওয়া হবে, তার সমস্ত খরচপাতি স্বামীর দায়িত্বে থাকবে।

17. সকল শর্ত মেনে বিয়ে সম্পন্ন হলে স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ বাধ্যতামূলক। সামাজিক প্রথা অনুযায়ী খাদ্য,বস্ত্র,চিকিৎসা সেবাও এর অন্তর্ভুক্ত।

18. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি অথবা স্বামী আয় পরিবর্তন হলে ভরণপোষণে কম ও বেশি করতে পারবে।

19. যেদিন থেকে স্বামী স্ত্রীর খরচ বন্ধ করে দিবে, সেদিন থেকে স্ত্রীর খরচ ঋণ হিসেবে ধরা হবে। তা আদায় অথবা মাফ না করলে স্বামীর জিম্মা থেকে রহিত হবে না।

20. স্বামীর উচিত স্ত্রীর জন্য এমন বাসস্থান ব্যবস্থা করা, যেখানে স্ত্রীর পরিবারের লোকেরা অবস্থান করে।

21. স্ত্রীকে তার সতীনের সাথে অথবা সতীনের সন্তানদের সাথে এক বাড়িতে রাখার স্বামীর অধিকার নাই।

22. স্ত্রীর অধিকার আছে মাহরামের সাথে হজ্জ করতে যাওয়ার, যদিও স্বামী অনুমতি না দেয় এমতাবস্থায়ও ভরণপোষণ দিতে বাধ্য থাকবে।

23. পাগল, মানষিক বিকারগ্রস্ত, মাতাল, বোবা এবং রাগান্বিত ব্যক্তির দেওয়া তালাক পতিত হয় না।

24. ইদ্দত পালনকারী ও অবৈধ বিবাহে আবদ্ধ স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হয় না।

25. প্রচলিত স্পষ্ট শব্দ দ্বারা তালাক দ্বারা পতিত হয়, যেমন তোমাকে তালাক দিলাম, তুমি আমার জন্য হারাম ইত্যাদি বলা।

26. একজন স্বামীর তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার ক্ষমতা রাখে। তবে একই সময় তিন তালাক দিলে তা পতিত হয় না।

27. কোন ক্ষতি করার জন্য তালাক দিলে তা তালাকে বায়েন (অপরিবর্তনীয় তালাক) হিসেবে ধরা হবে।

28. ভরণপোষণ না দেওয়ার জন্য তালাক দিলে তা তালাকে রাজঈ হিসেবে ধরা হবে।

29. যদি মতানৈক্যের কারণে তালাক হয় তবে তাও তালাকে রাজঈ হিসেবে ধরা হবে।

30. যদি তালাকে বায়েন দুই প্রকার: ১। বায়েন সুগরা, যা নতুন মোহর ধার্য করে পুনরায় বিয়ে করে স্ত্রীকে ফেরত আনা যাবে।

31. ২। বায়েন কুবরা: স্বামী তার স্ত্রীকে ফেরত আনতে পারবে না। কারণ এটি তিন তালাক দেয়ার প্রাপ্তার মত হয়ে যায়। আর এমতাবস্থায় অন্যত্র বিয়ে না হয়ে প্রথম স্বামীর সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিয়ে বৈধ হয় না।

32. স্বামী যদি স্ত্রীর ভরণপোষণের খরচ দিতে অস্বীকৃত জানায়, তখন স্ত্রী এই কারণে তালাক নেওয়ার অধিকার রাখে।

33. কথা বা কাজ দ্বারা যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্য হতে কেউ কষ্ট পায়, এমতাবস্থায় উভয় বিচ্ছেদ চাইতে পারবে। আর কষ্ট বা ক্ষতি প্রমণিত হয়ার জন্য, দু জন পুরুষ সাক্ষী অথবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা সাক্ষীর প্রয়োজন হয়।

34. এক বছর অথবা এর চেয়ে বেশি সময় অনুপস্থিত থাকলে, তার এই ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। স্ত্রী চাইলে তালাক নিতে পারবে।

35. যদি স্বামী এক বছর বা তার বেশি সময় ধরে অনুপস্থিত থাকে, কোন গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া, তাহলে স্ত্রী তালাক চাইতে পারে, সেইসাথে নিখোঁজ ব্যক্তি,যেসব দেশে যুদ্ধ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলমান,৪ বছরপর, আদালত তাকে মৃত হিসেবে ঘোষণা করবে। আর হুকুম জারি করার দিন থেকে ইদ্দত পালন শুরু করবে।

36. স্বামী যদি তিন বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য চূড়ান্ত রায় বাস্তবায়নের মাধ্যমে কারাবরণের সাজা হয়, এক বছরের কারাদণ্ডের পর তাহলে স্ত্রী তালাক চাইতে পারবে।

37. স্বামী/স্ত্রী প্রত্যেকে বিবাহ বিচ্ছেদের অনুরোধ করতে পারে, যদি তারা একে অন্যের মধ্যে ত্রুটি খুঁজে পায়, চাই ত্রুটি বিয়ের পূর্বে থাক বা পরে হোক।

38. স্ত্রী যতদিন ইদ্দত অবস্থায় থাকবে ততদিন স্বামী কথা বা কাজের মাধ্যমে স্ত্রীকে ফেরত আনতে পারবে।

39. সাক্ষীদের সাক্ষ্য অথবা সরকারী ঘোষণার দ্বারা রাজআত বা প্রত্যাবর্তন প্রমাণিত হবে। বিষয়টি স্ত্রীর জানা থাকা জরুরি।

40. সন্তানের পিতৃ পরিচয় সেই পুরুষের সাথে হবে, যে স্ত্রীর বৈধ স্বামী। অর্থাৎ যারা সাথে সঠিক নিয়ম মেনে বিয়ে হয়েছে, অথবা ফাসেদ বা সন্দেহ জনক ভাবে বিয়ে হয়েছে। একজন মানুষ জন্মের সময় বা এটি সম্পর্কে জানার সাত দিনের মধ্যে সন্তানের পিতৃ পরিচয় অস্বীকার করতে পারে। এমতাবস্থায় বিচার বিভাগ চাইলে বংশকে অস্বীকার করবে অথবা বহাল রাখবে।

41. সন্তান লালন-পালনের অধিকার প্রথমে মা, অতঃপর নানী, তারপর খালা। তারপর মায়ের খালা। যদি সকলেই বাচ্চাকে লালন পালনের দাবি করে তখন কাজী সাহেব একজন উত্তম অভিভাবককে বাছাই করবেন।

42. ছেলে সন্তান বালেগ হলে, আর কন্যা সন্তান বিয়ে হয়ে গেলে লালন-পালনের দায়িত্ব শেষ হবে।

43. বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে সংশার শুরু করার মাধ্যমে মায়ের লালন-পালনের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়।

44. সন্তানকে দেখার অধিকার শুধু মাতা-পিতার ও দাদা-দাদীর জন্য রয়েছে।

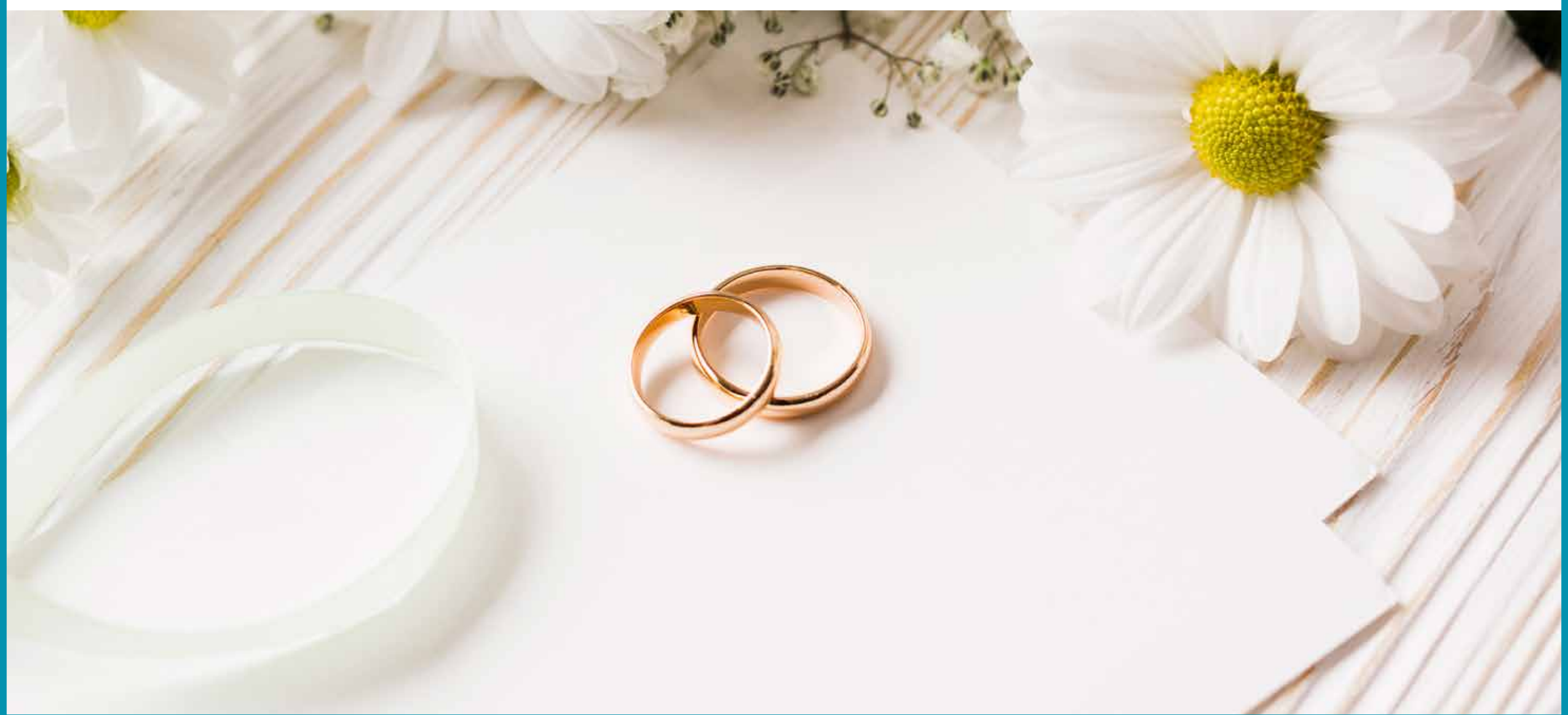

কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দাবলী

অভিভাবক বা ওয়ালী: যে ব্যক্তি আদালতের সামনে নাবালক বা ধন সম্পদ খরচ করা হতে যাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে তাদের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ব্যক্তিগত অবস্থার প্রেক্ষিতে সমস্ত আইনি কাজ এবং আর্থিক লেনদেনের দায়িত্ব পালন করেন তিনিই অভিভাবক বা ওয়ালী। সাধারণত পিতা ওয়ালী বা অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করে থাকেন ।

বিবাহ: একজন পুরুষ ও নারী মধ্যে পারস্পরিক সম্মতি, শরঈ নীতি মালা অনুসরণ করে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়,যার লক্ষ্য সতীত্ব এবং পবিত্রতা রক্ষা করা, এবং স্বামী / স্ত্রীর তত্ত্বাবধানে একটি স্থিতিশীল পরিবার প্রতিষ্ঠা করা।

বিবাহবিচ্ছেদ বা তালাক: সুস্পষ্ট শব্দ দ্বারা বিয়ের চুক্তি বাতিল করা। অথবা তালাক দেওয়ার নিয়তে ইঙ্গিত সূচক শব্দ ব্যবহার করা।

তালাকের ধরন বা প্রকার: তালাকে রাজঈ হলো এমন তালাক যা ইদ্দত শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত বৈবাহিক সম্পক বহাল থাকে। আর তালাকে বায়েন হলো- যা সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

ইদ্দত: একজন মহিলা স্বামীর মৃত্যুর পর অথবা তালাকের পর যে সময়ের জন্য অপেক্ষা করেন তাই ইদ্দত। এ সময় স্ত্রীর জন্য অন্যত্র বিয়ে বসা জায়েয নেই।

ইদ্দতের সময়কাল: তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য তিন মাস এবং যার স্বামী মারা যায় তার জন্য চার মাস দশ দিন।

অব্যাহতি বা ইবরা: নিজের পুরোটা বা আংশিক অধিকার

ছেড়ে দেওয়া।

আদল: কোনো নারী যোগ্য পুরুষকে বিয়ে করতে চাইলে অভিভাবক তাকে বাধা দেয়।

ভরণপোষণ: স্ত্রীর ভরণপোষণ করা স্বামীর কর্তব্য। ভরণপোষণের মধ্যে অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা সেবা, বাসস্থান এবং স্ত্রীর একটি শালীন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উরফ বা প্রথা: এটা হল যা মানুষ অভ্যস্ত এবং তার উপর ভিত্তি করে চলাফেরা করা হয়। এমন কাজ যা সমাজে প্রচলিত, বা এমন শব্দ বা বাক্য যার সম্পর্কে অবগত।

বিবাহ বন্ধন বিচ্ছেদ: স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে বন্ধন রয়েছে, তা কেটে ফেলা, চুক্তির মধ্যে কোন প্রকারের ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়ার কারণে, অথবা এমন কিছু ঘটেছে যারা ফলে চুক্তি বহাল রাখা অসম্ভব।

খুলা: স্ত্রী তার স্বামীকে বিশেষ শব্দ ব্যবহার করে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়া। এমতাবস্থায় স্বামী নতুন করে বিয়ে করা ছাড়া স্ত্রীর কাছে আর যেতে পারবে না।

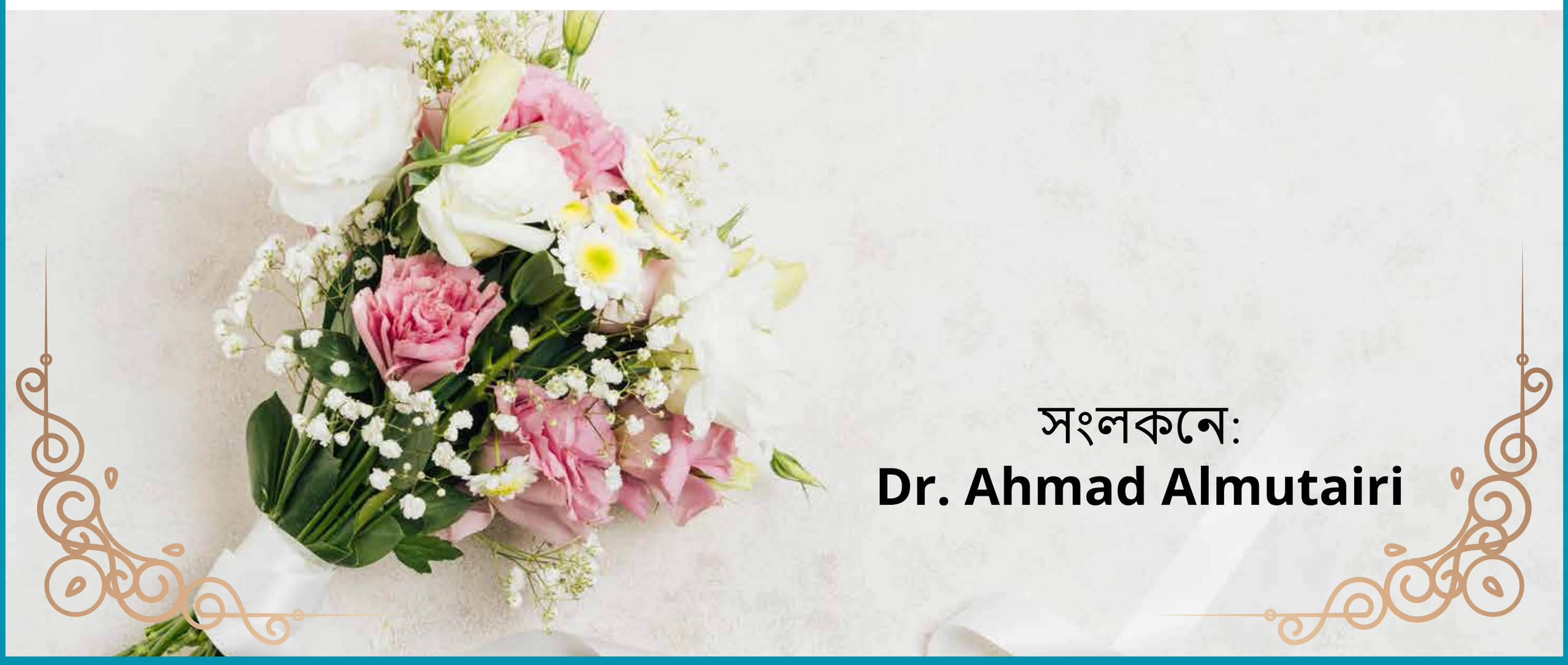

সংলকনে:
Dr. Ahmad Almutairi